তারিখ
পৃষ্ঠা কলাম

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি

সাক্ষ্যদানকারী ছাত্রীরা নিরাপত্তা চায়

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় সরকার কর্তৃক গঠিত এক সদস্যবিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি বৃহস্পতিবার থেকে ঘটনার শিকার ও প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রীদের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করছে। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি তোফাজ্জল ইসলাম গতকাল সরজমিনে শামসুন্নাহার হল পরিদর্শন করেছেন। তবে সাক্ষ্য প্রদানকারী ছাত্রীরা নিরাপত্তাহীনতা ও সুষ্ঠু তদন্তের বিষয়ে শংকিত।

২৪ জন ছাত্রীকে গতকাল সকাল ১০টায় তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান বিচারপতি তোফাজ্জল ইসলাম জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা শিক্ষা ইনস্টিটিউটে (নায়েম) ডেকে পাঠান। দুপুর ১২টায় বিচারপতি তোফাজ্জল ইসলাম ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে শামসুন্নাহার হলে আসেন। হল প্রভোস্ট হাবিবা খাতুন, আবাসিক শিক্ষিকা সাইদা গাফফার, ফরিদা বেগম এ সময় বিচারপতির সঙ্গে ছিলেন। বিচারপতি তোফাজ্জল ইসলাম ২৩শে জুলাই রাতে সংঘটিত বিভিন্ন স্পট ঘুরে দেখেন, তিনি হলের টিভি কক্ষ, মাস্টার্স বিল্ডিং, এক্সটেনশন বিল্ডিং, ২৩৫ নম্বর কক্ষসহ বিভিন্ন জায়গায় যান। ঘন্টাখানেক পর্যবেক্ষণ করে তিনি ছাত্রীদের নিয়ে আবার নায়েমে তদন্ত ঃ পৃঃ ২ কঃ ৭

তদন্ত ঃ বিচার বিভাগীয়

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

ফিরে আসেন। গতকাল এক ছাত্রীর আড়াই ঘন্টা সাক্ষ্য নেয়া হয়। আজ বাকি ২৩ জন ছাত্রীকে তাদের বক্তব্য লিখিত আকারে দিতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ১০ জন ছাত্রী যুক্ত বক্তব্য পেশ করে। তবে ছাত্রীরা বলেছে, তদন্তে ধীরগতি কাঙ্ক্ষিত নয়। সুষ্ঠু নিরপেক্ষ তদন্ত নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। তারা বলেন, আজ যারা সাক্ষ্য দিচ্ছি সবাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আমরা হল কর্তৃপক্ষের অ্যাকাডেমিক বিভিন্ন হয়রানির আশঙ্কায় শংকিত। তাই কর্তৃপক্ষকে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আবার বিচার পেলেও আমাদের মানসিক যে ক্ষতি তা কে পুষিয়ে দেবে।

আজও সাক্ষ্য গ্রহণ চলবে। আরও যারা সাক্ষ্য দিতে চায় তাদের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য বিচারপতির কাছে নাম পাঠাতে বলা হয়েছে। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, ছাত্রী, শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও সাংবাদিকদেরও সাক্ষ্য নেব। বিচারপতির তদন্তকাজে যারা সহযোগিতা করছেন তারা হলেন তাহমিদা হোসেন (সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ), নাজমা হামিদ (উপ-সচিব), ইমদাদুল হক (সিনিয়র সহকারী সচিব)।